Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০

৪৩ বর্ষ ২৮ সংখ্যা ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২০, সোমবার, ২৮ ভাদ্র, ১৪২৭

সেখ সালেক-এর স্মরণসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৯ সেপ্টেম্বর : গলসী-১ সিপিআই(এম) এরিয়া কমিটির প্রয়াত জনপ্রিয় নেতা সেখ সালেক-এর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হলো আজ বিকাল চারটায় পুরুষা মাঝের পুল সংলগ্ন মাঠে। স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য রাখেন পার্টির নেতৃত্ব তথা প্রাদেশিক কৃষক সভার সম্পাদক, জেলা কৃষক সভার সম্পাদক ও প্রাক্তন সাংসদ যথাক্রমে অমল হালদার, সৈয়দ হোসেন ও সাইদুল হক।

সভার সভাপতি তথা গলসী-১ সিপিআই(এম) এরিয়া কমিটির সম্পাদক কমল সরকার শোকপ্রস্তাব পেশ করেন। সভায় বিভিন্ন এলাকা হতে প্রচুর মানুষ উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন সালেকের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও আত্মীয় স্বজন। মধুমেহ রোগে আক্রান্ত সালেক ৬ মে মাত্র ৫৫ বছর বয়সে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন।

রেবা লাহিড়ীর স্মৃতিতে রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদা, বর্ধমান, ১২ সেপ্টেম্বর : প্রয়াত মহিলা নেত্রী রেবা লাহিড়ীর স্মৃতিতে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় আজ প্রণব বটব্যাল স্মৃতি ভবনে। শিবির আয়োজন করেছিল ডি.ওয়াই.এফ.আই বর্ধমান শহর-১ আঞ্চলিক কমিটি। শিবিরে উপস্থিত থেকে উৎসাহিত করেন প্রবীণ শিক্ষক নেতা অধিক্রম সান্যাল, গণআন্দোলনের নেতা তাপস সরকার, অপূর্ব চ্যাটার্জী, নজরুল ইসলাম, মহিলা নেত্রী গৌরী ব্যানার্জী, সুপর্ণা ব্যানার্জী প্রমুখ। ৫০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। সমস্ত রক্তদাতাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন সংগঠনের এরিয়া সম্পাদক সোহম ঘোষ।

শহিদ স্মরণে রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ১২ সেপ্টেম্বর : স্মৃতিচারণা ও রক্তদান শিবিরের মধ্য দিয়ে স্মরণ করা হয় শহিদ স্বপন দে-কে। ১৯৯৮ সালে বন্যার্ত মানুষের জন্য স্থানীয় শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ত্রাণ চাইতে গিয়ে তৃণমূল গুণ্ডাবাহিনীর হাতে তিনি শহিদ হন। ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন পূর্বস্থলী ১নং আঞ্চলিক কমিটির অন্তর্গত শ্রীরামপুর শাখার উদ্যোগে দোল গোবিন্দপুরে এদিন তাঁকে স্মরণ করা হয়। রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সংগঠনের পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বীরেশ্বর নন্দী। এদিনকার রক্তদান শিবিরে ৩ জন যুবতী সহ ৬৩ জন স্বেচ্ছায় রক্ত দান করেন।

সীতারাম ইয়েচুরি সহ সমাজকর্মীদের উপর মিথ্যা মামলার প্রতিবাদ জেলা জুড়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা : সিপিআই(এম) সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি, সমাজবিজ্ঞানী জয়তী ঘোষ, ফিল্ম-নির্মাতা রাহুল রায়, সমাজকর্মী, যোগেন্দ্র যাদব সহ বিশিষ্টজনদের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে দিল্লি দাঙ্গায় চার্জশিটে নাম জড়ানোয় জেলা জুড়ে প্রতিবাদে সোচ্চার হলেন বামপন্থীরা। এদিন বর্ধমান শহর-১ ও ২ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে কার্জনগেটে এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক। ফ্যাসিস্ত সরকারের দমন-পীড়নকারী নীতির তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধের প্রতিবাদে সর্বস্তরের মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়। প্রতিবাদসভার শেষে নরেন্দ্র মোদীর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়।

সিপিআই(এম)-এর গলসী ২নং এরিয়া কমিটির ডাকেও আজকে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন মহিলা নেত্রী মণিমালা দাস সহ পার্টিনেতৃত্ব রণজিত ঘোষ, মুস্তাক হোসেন ও রামপ্রণয় গাঙ্গুলী। উপস্থিত ছিলেন এরিয়া কমিটির ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক কাজী জাফর আলী সহ অন্যান্য সদস্যরা। সভাপতিত্ব করেন বর্ষীয়ান পার্টিসভ্য কার্তিক মণ্ডল।

মেমারি ১ সিপিআই(এম) পশ্চিম এরিয়া কমিটির উদ্যোগে আজ সারা রাজ্যের সাথে মেমারিতেও প্রতিবাদের বিক্ষোভ কর্মসূচি ও মিছিলের আয়োজন করা হয়। সমস্ত বামপন্থী, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি ও ব্যক্তি এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। মিছিল মেমারি জিটিরোডের লরি ইউনিয়ন

—এরপর চারের পাতায়

সরকারে নেই, কাজে আছি—বোঝালো যুবরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৩ সেপ্টেম্বর : সরকারে নেই, তবে কাজে আছি—চরম সংকটের সময় ৯১ জন যুবক-যুবতী আজ রক্তদান করে তা বুঝিয়ে দিল। কালনা মহাকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংক বেশ কয়েকদিন ধরে রক্তশূন্যতায় ভুগছে। মানুষকে রক্ত সংগ্রহের জন্য বাইরে ছুটতে হচ্ছে। এই চরম রক্ত সংকটের সময় অন্যান্য রক্তদান শিবিরের উদ্যোক্তারা করোনা অজুহাতে শিবির বন্ধ করে দিচ্ছেন। সেই সময় এগিয়ে এলো ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কালনা এক নম্বর আঞ্চলিক কমিটির কর্মীরা। ১৩ আগস্ট অষ্টগড়িয়া গ্রামে অনুষ্ঠিত শিবিরে ২৮ জন মহিলা সহ ৯১ জন যুবক স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। খুবই উল্লেখযোগ্য বিষয় যে শিবিরের পাশ দিয়েই গাড়িতে

ফিরছিলেন তারকেশ্বরের একটি পরিবার। যুবক-যুবতীদের রক্তদানের উৎসাহ দেখে গাড়ি দাঁড় করিয়ে এই পরিবারটির দুইজন মহিলা স্বেচ্ছায় রক্তদান করে যান। তাঁরা বলে যান আমাদের বিপদের সময় রক্ত দিয়ে সাহায্য করেছিলেন এইরকম যুবক-যুবতীরাই। প্রয়াত সুজয় সিংহরায়, হামিদ মণ্ডল, খালেক মণ্ডল, বিক্রম সোরেন, নিরাপদ সেন, বাবুল সরদার, নিতাই সরকার প্রমুখের স্মরণে এই শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মহিলা নেত্রী অঞ্জু কর। সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন সুভাষ সরকার। উপস্থিত ছিলেন হালিম শেখ, পিংকি বৈরাগ্য, আতাবুল শেখ প্রমুখ। উদ্বোধনকালে অঞ্জু কর বলেন, রক্ত সংকটে হাওড়ার বাঁকড়াতে যুবরা যখন রক্তদান শিবির করে, শাসক দলের কর্মীরা তখন সেই শিবির ভেঙে দেয়। কালনায় রক্ত সংকট যখন চরমে রক্তদান শিবিরের অন্যান্য উদ্যোক্তারা শিবির বন্ধ করে দিলেও যুব কর্মীরা পিছিয়ে যায়নি। তারা শিবির করে রক্তদান করছেন। মানবদরদি মানসিকতা না থাকলে এই কাজ করা যায় না।

মহিলা সমিতির উদ্যোগে স্যানিটাইজার ও মাস্ক বিলি

নিজস্ব সংবাদদা, বর্ধমান, ১৩ সেপ্টেম্বর : সারাভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির বর্ধমান শহর-১ আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে বর্ধমান পৌর এলাকার ১১নং ওয়ার্ডের আদিবাসী পাড়ায় স্যানিটাইজার ও মাস্ক বিলি করা হয়। মূল্যবৃদ্ধি ও জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জে নাবালিকার উপর পাশবিক আক্রমণের প্রতিবাদে পোস্টার ও ফ্ল্যাগ নিয়ে মিছিল ও পথসভা হয়। পথসভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা সুপর্ণা ব্যানার্জী প্রমুখ।

অশোক ব্যানার্জীকে স্মরণ : বিশেষ সংখ্যা নতুন চিঠি

নতুন চিঠির প্রাণপুরুষ ও প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত অশোক ব্যানার্জীর স্মরণে এক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে। লিখেছেন— বিমান বসু, মদন ঘোষ, অরিন্দম কোঙার, অমল হালদার, অচিন্ত্য মল্লিক, জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, আভাস রায়চৌধুরী, জহর মুখার্জী, মৃদুল সেন, সাইদুল হক, তাঁর দীর্ঘদিনের ব্যক্তিগত সচিব জ্যোতির্ময় ব্যানার্জী সহ প্রয়াত অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বন্ধু ও আত্মজনেরা। থাকছে তাঁর স্ত্রী গৌরী ব্যানার্জীর একটি সাক্ষাৎকার।

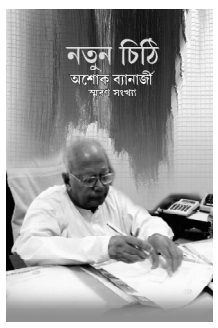

ঝাঁঝ আছে, লাভও দিচ্ছে চাষিদের বুলেট লঙ্কা

কিশোর মাকর : কাঁচালঙ্কার পরিচর্যার খরচ অনেক বেশি, কিন্তু লাভ দিচ্ছে দ্বিগুণ। এক বিঘা জমিতে যদি এক লাখ টাকা খরচ হয়, লাভ হয় ডবল। এমনই জানালেন জানকুলি গ্রামের আলা সেখ। জামালপুর ব্লকের দামোদর নদীর ধার বরাবর ৮-১০ টি গ্রামে কাঁচালঙ্কা গরিব পরিবারগুলির জীবনের মোর ঘুরিয়ে দিয়েছে। একসময় মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা লঙ্কাবাজারে বিকোতো ব্র্যান্ড হিসেবে। এখন তার জায়গা নিয়েছে জামালপুরের বুলেট লঙ্কা। এর ঝাল ও বেশি, দেখতে এবং স্বাদে গন্ধে আলাদা। মাঠ নসিপুরে শুধুমাত্র কাঁচালঙ্কার হাট বসে। এখান থেকে কোলকাতা,বর্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জায়গায় চলে যায় মাল। বাজারের অভাবে মাল বিকোয় না এমনটা মনে পড়ে না চাষিদের। ফলে এই চাষ একবার যে করেছে সে আর

ছাড়তে চাইছে না। তবে হ্যাঁ, এই চাষে ঝুঁকি বেশি, পরিচর্যার খরচও বেশি। এমনটাই দাবি চাষিদের। একমাত্র এই চাষ এলাকার অর্থনৈতিক মোর ঘুরিয়ে দিয়েছে।

এবার দেখে নেওয়া যাক লঙ্কাচাষের পদ্ধতি। আলু তোলার পর একবার মাঘ মাসে এবং জৈষ্ঠ্য মাসে বছরে দুবার চাষ হয়। দোঁয়াশ মাটি উপযোগী। নদীর দুধারে দোঁয়াশ মাটি। ফলে এখানে ফলন অনেক ভাল। প্রথমে একটু উঁচু জায়গায় এক তালাই জায়গাতে বীজ ফেলতে হবে। বেরুগ্রামের সেখ আকসেদ জানালেন, বীজের মাটি ঝুরঝুরে করে গোবর সার দিয়ে ওপরটা ঢাকা দিয়ে জল ছড়িয়ে দিতে হবে। বেশি রোদ, জল সহ্য করতে পারে না। ১৫ দিন পরে চাড়া তৈরি হবে। চাড়া তুলে লঙ্কার জমিতে ভেলি করে লাইন দিয়ে দুহাত অন্তর চাড়া লাগাতে হবে। এই গাছে দুবেলা নজরদারি চালাতে হয়। ধসা রোগ ও পাতা গুটিয়ে যাওয়া প্রকোপ বেশি। দুদিন অন্তর ওষুধ স্প্রে করতে হবে। চাপান, ডিএপি ও কম্পোস্ট সার দিতে হবে। ওষুধের জন্য বেশি খরচ পড়ে যায়। তবে ভাল দামে বিকোয় বলে এই চাষ কেউ ছাড়ে না। বেশি বৃষ্টি সহ্য করতে পারে না। যেবার অতিরিক্ত বৃষ্টি হয় সেবার লোকসানে পড়ে। ঝুঁকি বেশি, লাভও ব্যাপক। বুলেট লঙ্কা বেলডাঙ্গার ব্র্যাণ্ডকে দুরে সরিয়ে বাজার দখল করে অর্থনীতির হাল ফিরিয়ে দিয়েছে এলাকার।

নতুন চিঠি

পত্রিকার শুভানুধ্যায়ী ও গ্রাহকদের প্রতি আবেদন

আপনাদের প্রিয় 'নতুন চিঠি' তীব্র আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে। দুঃসময়ের মধ্যেও পত্রিকা প্রকাশকে নিরবচ্ছিন্ন রাখার প্রয়াস জারি রেখেছি আমরা। বিজ্ঞাপনবাবদ কোনো আয় নেই অথচ প্রকাশনার খরচ ক্রমবর্ধমান। এই অবস্থায় গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি আবেদন—যাঁদের গ্রাহক চাঁদা বাকি রয়েছে তাঁরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা পরিশোধ করে পত্রিকা প্রকাশে সহযোগিতা করুন। সাপ্তাহিক 'নতুন চিঠি'-র বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা ১০০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

গ্রাহক চাঁদা ছাড়াও 'নতুন চিঠি'-কে যে-কোনো পরিমাণ অর্থ সাহায্য করতে পারেন পত্রিকার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে।

BANK DETAILS

Name of A/c : NATUN CHITHI
A/c No. : 10212634603
STATE BANK OF INDIA
Burdwan University Branch
IFSC Code : SBIN0002033

বহু মানুষ ইতিমধ্যেই আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন তাঁদের আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই।

নতুন চিঠি

১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২০

আদালতকেও মুখ খুলতে হল!

দেশের অর্থনীতিতে বেনজির অধোগতি, বেকারদের সংখ্যা সর্বোচ্চ, দেশে খাদ্য সঙ্কট, লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত—এসব কোনও খবর নয়। কৃষক-দিনমজুরদের প্রায় এক চতুর্থাংশ আত্মহত্যা করছেন। ভারতে ২০১৯-এ ৪৩ হাজার কৃষক-দিনমজুর আত্মহত্যা করেছেন বলে জানিয়েছে ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো। অর্থাৎ প্রতি ১২.২২ মিনিটে একজন, ঘন্টায় প্রায় ৫ জন আত্মহত্যা করেছেন। এসব কোনো খবর নয়। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের একটি বড় অংশ, বিশেষ করে টেলিভিশন চ্যানেল দিনভর সাংবাদিকতার বদলে জিগির তোলার অভিযানে নেমেছে। জিগিরের বিষয় নির্বাচন অত্যন্ত সুপরিকল্পিত। কখনও চীন, কখনও পাকিস্তান, কখনও বলিউডে কোনও অভিনেতা বা অভিনেত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যু। কোনও প্রমাণ নেই, তথ্য নেই, বিশ্বাসযোগ্য সূত্র নেই। একতরফা চিৎকারের আবহে প্রমাণ করতে চাওয়া তারা যা বলছেন বা দেখাচ্ছেন তার থেকে সত্য অন্য কিছু হতে পারে না। আসলে অধঃপতনের এই রাজনীতির পিছনে আছে সাম্প্রদায়িক ঘৃণা জাগানো, জাতীয়তাবাদের নামে প্রশ্ন করার মানসিকতাকে ধ্বংস করা, সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ এবং দক্ষিণপন্থী চিন্তা-ভাবনার প্রসারণ তথা শক্তিশালী করা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিজেপির রাজনীতিকে পুষ্ট করা। উৎকট চিৎকার করে মানুষকে অপমান করা, অকথ্য শব্দ ব্যবহার, সাধারণ যুক্তিবোধকে নষ্ট করে দেবার প্রতিযোগিতায় কে কতটা নিচে নামতে পারে তারই চরমতম প্রকাশ। এই ধরণের সংবাদকে ধাঁচে ফেলে আবার বিচারসভাও (মিডিয়া ট্রায়াল) বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বাস্তবকে ঢেকে দেবার বিপুল সমারোহে নিয়ত উৎসাহ দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। বিশ্ব প্রেস স্বাধীনতা সূচকে ১৮০ টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান নেমে এসেছে ১৪৩-এ। আর প্রশ্নহীন আনুগত্যের এই মিডিয়া বাহিনীর প্রশংসা করছেন প্রধানমন্ত্রী। যিনি তাঁর কার্যকালের ছ'বছরের মধ্যে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করার মতো সাহস দেখাতে পারেননি। আপাতত শীর্ষে অবস্থানকারী দেশের এক টেলিভিশন চ্যানেলের সর্বময় কর্তাকে সাবধান করতে শেষ পর্যন্ত আদালতকেও (দিল্লি হাইকোর্ট) মুখ খুলতে হল!

কালনা হাসপাতালে চরম রক্ত সংকট

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১০ সেপ্টেম্বর : করোনা আবহে কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতলে চরম রক্ত-সংকট দেখা দিয়েছে। এই নিয়ে চরম উদ্বিগ্ন এলাকার মানুষ। কালনা হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংকের রক্তের ভাঁড়ার শূন্যে এসে ঠেকেছে। বৃহস্পতিবার এই ব্লাড ব্যাংকের বোর্ডে দেখা গেল একমাত্র কয়েক বোতল 'ও'-নেগেটিভ রক্ত ছাড়া আর কোনো গ্রুপের রক্ত নেই। রক্তের প্রয়োজনে এই হাসপাতালে বাইরে থেকে ডোনার এনে কেউ যে রক্তের ব্যবস্থা করবে তারও উপায় নেই। কারণ রক্ত পরীক্ষা করার জন্য যে হেপাটাইটিস কিট, রক্তের মতো তারও বড় আকাল দেখা দিয়েছে এই হাসপাতালে। ফলে রক্তের জন্য এই এলাকার মানুষকে বর্ধমান, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি জায়গায় ছুটতে হচ্ছে। কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সুপার ডাক্তার কৃষ্ণচন্দ্র বড়াই রক্ত সংকটের কথা স্বীকার করে নেন। তিনি বলেন—আমার হাসপাতলে হেপাটাইটিস কিট নেই, তবে খুব শীঘ্রই এই কিট পেয়ে যাব। তবে আমার হাসপাতালে এলাইজা কিট যথেষ্ট আছে। কিন্তু রক্তের যোগান স্বল্প থাকায় তা ব্যবহার করা যাচ্ছে না। কারণ এই কিট দিয়ে রক্ত পরীক্ষা করতে গেলে কমসে কম ৬০ বোতল রক্তের প্রয়োজন হয়। সেই প্রয়োজনীয় রক্ত শিবিরগুলি থেকে আসছে না। করোনায় বেশিরভাগ মানুষই রক্ত দিতে চাইছেন না। ফলে অনেক ডেট করা রক্ত-শিবির বাতিল হয়ে যাচ্ছে। রক্ত না দেওয়ার প্রবণতা দিন দিন বাড়ায় রক্ত-সংকটকে উচ্চ মাত্রায় নিয়ে যাচ্ছে। এই প্রবণতা বজায় থাকলে রক্ত-সংকটও মহামারীর আকার ধারণ করবে।

এক ডজন প্রশ্ন

১. বিশ্বশান্তি দিবস কবে পালন করা হয়? কেন?
২. আন্তর্জাতিক দাতব্যদিবস কবে পালিত হয়? কার স্মরণে?
৩. ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত কোথায় কবে নেওয়া হয়?
৪. শকুন সচেতনতা দিবস কবে পালন করা হয়?
৫. আন্তর্জাতিক ঘুঘু দিবস কবে পালিত হয়?
৬. কোথায় কবে প্রথম বাংলা ছাপাখানা স্থাপিত হয়?
৭. প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কবে জন্মান? কবে মৃত্যু হয়?
৮. ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা নামটি কবে রাখা হয়? আগে কী নাম ছিল?
৯. সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'পথের পাঁচালী' কবে মুক্তি পেয়েছিল?
১০. আমেরিকার ম্যানহাটন স্কাইল্যাণ্ডের প্রাসাদ মিনার 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার'-এর 'টুইন টাওয়ার' কবে উগ্রপন্থীদের বিমান আক্রমণে ভস্মীভূত হয়?
১১. কবে কোচবিহার রাজ্য কোচবিহার জেলায় পরিণত হয়? কে কে স্বাক্ষর করেন?
১২. মহবুব জাহেদী কবে বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি হন? তিনি কততম সভাধিপতি? তাঁর আগে কে কে জেলা পরিষদের সভাধিপতি ছিলেন?

(উত্তর শেষের পাতায়)

স্বাধীনতার রং-বেরং

অতনু হুই

'ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারত' —সংবিধানে আমাদের প্রিয়দেশের এটাই বহু ব্যঞ্জনাময় পরিচয়। স্বাধীনতার সাত সাতটা দশক পেরিয়ে প্লাটিনাম জয়ন্তীর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির জাগরিত মিশ্রবোধেই আজ বন্দনা করি প্রিয় দেশকে আমার। অষ্টাদশ শতকের শেষে বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে গোটা দুনিয়ায় গণতান্ত্রিক পরীক্ষা নিরীক্ষার যে জয়যাত্রা শুরু হয়েছিলো আমেরিকা, ফ্রান্সের হাত ধরে, বিশশতকে তার কনিষ্ঠতম অংশীদার হিসাবে সেই ব্যাটন এখন ভারতের হাতে। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের এই দেশেই হয়তো লুকিয়ে আছে আধুনিক গণতন্ত্রের সম্ভাবনার সর্বোত্তম সোপানগুলি।

ভারত কি পারবে? পারলে কী ভাবে? ভারতের ইতিহাস কেবল দেশভাগ আর স্বাধীনতা প্রাপ্তির আলোচনা দিয়ে নিছক কোনো ক্লাসে পড়ার সিলেবাসের মতো হঠাৎ শেষ হয়ে যেতে পারে না। ভারতের স্বাধীনতা তার বর্ণময়তার রবিরশ্মি গোটাবিশ্বকে সুদূর আলোকবর্তিকায় নিশ্চিতভাবে উদ্ভাসিত করবে। ভারতের স্বাধীনতার এক দীর্ঘ অতীত আছে, তেমনি আছে ব্যঞ্জনাময় বর্তমান। অতীত থেকে বর্তমানে ছুঁয়ে ভবিষ্যত—এক অখণ্ড এদেশের ইতিহাস নির্মাণের শরিক আমরা সকলে, সকল ভারতবাসী।

প্রাপ্তি

আমাদের স্বাধীনতার বড় সাফল্য রাজনৈতিক, আর্থনৈতিক ও ঐতিহ্যগত ভারতীয় সংস্কৃতির ভিন্নতাকে একতার দৃঢ় বন্ধনে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করা। এবং তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভারতীয় চেতনাবোধে বৃহত্তর জনসমষ্টিকে একসূত্রে গ্রথিত করার এই কাজ যথেষ্ট গৌরবের। রাষ্ট্রীয় সংবেদনশীলতার নরম পরশে আঞ্চলিক জনজাতিসত্তার বৈশিষ্ট্যগুলি ভারতীয়ত্বের মধ্যেই নিজ নিজ স্বকীয়তা নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছে। দেশজুড়ে জাতীয় চেতনা লালিত অখণ্ড রাজনৈতিক সত্তায় বিবিধের মাঝে মিলনের মহান ঐতিহ্যের আঞ্চলিক ও সর্বভারতীয় অস্তিত্ব হীরকদ্যুতির মতো উদ্ভাসিত থেকেছে। মিলে মিশে একাকার হয়েছে পান্না-চুনির রং রূপ। 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে মোরা পরের তরে'—এই ভাব অগ্রাধিকার পেয়েছে সর্বাগ্রে।

ভারতীয় স্বাধীনতার গর্বের দিক হলো—তার যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো। তার ধর্মনিরপেক্ষতা। গণতান্ত্রিক, রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের এক শানবাঁধানো উঠানে তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। এটাই গোটা পৃথিবীতে বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশের আত্মপরিচয়ে আমাদের সর্বদা গর্বিত করে। দীর্ঘ এই পথপরিক্রমায় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, সাংবিধানিক মৌলনীতি, সুনির্দিষ্ট গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও নিয়ম মেনে সরকারের পরিবর্তন, এদেশের মানুষকে বেশি-বেশি করে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণে আগ্রহী করে তুলেছে। সংবিধানের মহত্তম দিকগুলি দেশ যত সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে ততো বেশি-বেশি তার অন্তর্নিহিত বিবিধ মৌলিক উৎকর্ষে মহিমান্বিত হয়েছে। বাম ডান সকল গোষ্ঠী স্বাধীনতার সূচনাকালে সংবিধান নিয়ে প্রশ্ন তুললেও এখন বরং সাংবিধানিক বুনিয়াদকে রক্ষা করতেই তারা বেশি সরব। অভিজ্ঞতা শিখিয়েছে ভারতীয় সংবিধানের মধ্যেই লুকিয়ে আছে ভারতীয়দের স্বপ্নলালিত ভবিষ্যত। তাই সকলের কাছেই তা অনন্য অসাধারণ।

এমনকি সাম্প্রদায়িকশক্তি বারে বারে আঘাত করার চেষ্টা করেও সংবিধানের বুনিয়াদকে ভেঙে ফেলতে সক্ষম হয়নি। এমনকি আধাফ্যাস্তি জরুরি অবস্থার অভিজ্ঞতা থেকেও এই শিক্ষা সবার নেওয়া প্রয়োজন। সংবিধানকে আঘাত করার হিম্মত দেখালে তার পরিণতি কী হতে পারে কংগ্রেস নামক দলটির দিকে আজ তাকালে তা বোঝা যায়। ভারতীয় জনগণ সর্বদা জাগ্রত থেকে 'নেশন বিল্ডিং'-এ সামিল থেকেছে। সেকাজে বাধা এলে তাকে পত্রপাঠ বিদেয় করে দিয়েছে। তাই বলা যায় আমাদের দেশে গণতন্ত্রের শিকড় বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। তা ভারতীয় জীবনধারার অঙ্গ। তাই স্বৈরাচারকে আটকানোর পরীক্ষায় বারেবারে সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে সে। আজ ধর্মনিরপেক্ষতার সামনে যে নতুন বিপদ এসে হাজির হয়েছে তাকেও একই ভাবে হেলায় অতিক্রম করে সামনের দিকে এগিয়ে চলবে ভারত।

স্বাধীন দেশে যে কাজগুলি নিয়ে আমরা গর্ব করতেই পারি—যেমন ব্যাঙ্ক,বিমা, খনি রাষ্ট্রীয়করণ, ভারি বুনিয়াদি রাষ্ট্রীয়শিল্প গড়ে তোলা, ভূমি সংস্কার, পঞ্চায়েতিরাজ, বিজ্ঞান-প্রযুক্তিগত আত্মনির্ভরশীলতা, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি। এসব সম্ভব হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে দাঁড়িয়েই। সামাজিক ন্যায়বিচার, সমতানীতি সবই যে এই ব্যবস্থায় বহুলাংশে অর্জন করা সম্ভব, নাগরিকদের রাজনৈতিক চেতনার বহিঃপ্রকাশে ইতিবাচকভাবে সর্বদা তা প্রতিফলিত হয়েছে। সমাজের দুর্বল অংশের মানুষ পর্যন্ত মনে করেছে চলতে থাকা অন্যায়মূলক সামাজিক ব্যবস্থার বদল সম্ভব বৃহত্তর এই রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যেই।

গোটা বিশ্বে আমাদের দেশের নির্বাচনী ব্যবস্থার এক সর্বজনগ্রাহ্য আবেদন আছে। তার নিরপেক্ষতার বুনিয়াদ প্রথম থেকেই গ্রানাইটের মতো উজ্জ্বল এবং শক্ত। ভোটে রিগিং আছে, টাকা-পয়সা দিয়ে ভোটকে প্রভাবিত করা আছে, হাটে গরু-ছাগলের মতো এম এল এ, এম পি, কেনাবেচা আছে, তবু মানুষ শেষ বিচারে ভোটকেই তার জীবনযাপন পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার ভেবেছে। আমাদের দেশে রাজনৈতিক পরিবর্তনে নিম্নবর্গীয় মানুষদের ক্রমশ কাণ্ডারী হয়ে ওঠা, যে কোনো রাজনৈতিক প্রতিবাদে ব্যপকতম মানুষের অংশগ্রহণ আজ অভূতপূর্ব। সত্যাগ্রহ, মিছিল, মিটিং, পিকেটিং, বন্ধ, অবোরোধ ইত্যাদির মাধ্যমে দাবি আদায়ে এদেশের মানুষ ঐতিহাসিক পরম্পরায় প্রধানতঃ শান্তিপূর্ণ পথকেই বেছে নিয়েছে। বহুক্ষেত্রে নেমে এসেছে রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ন। তবু দাবি আদায়ের লড়াই শেষ হয়ে যায়নি। পথে লড়েছে, পথেই মরেছে, সেই মানুষই আবার দাবি পূরণের জন্য শেষ বিচারে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে সরকার পরিবর্তনকে নিজস্ব অভিজ্ঞতায় সর্বপেক্ষা বড় হাতিয়ার হিসাবেই মনে করেছে।

অপ্রাপ্তি

এই শতাব্দীতে বিশ্বায়িত বহুজাতিক অর্থনীতির সঙ্গে জাতীয় অর্থনীতির ক্রমবিকাশমান দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। রাষ্ট্রীয় পুঁজির বহু চড়াই উৎড়াই পেরিয়ে আর্থিক দ্বন্দ্বে ক্রমশ বিদেশী পুঁজির কাছে আত্মসমর্পণ, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভারতীয় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে কখোনোই সঙ্গতিপূর্ণ হয়নি। এদেশে আর্থিক বিকাশের ক্ষেত্রে বড় বাধা হলো—বৃহত্তমক্ষেত্রে জমি কেন্দ্রীভূত থাকা। দেশের প্রান্তে প্রান্তে বিরাজমান আর্থিক বৈষম্য ও বঞ্চনার সুউচ্চ প্রাকারগুলি। রাষ্ট্রীয় শিল্পকাঠামো চাহিদা অনুপাতে গড়ে না ওঠায় বেকারি সহ নতুন নতুন উদ্ভূত সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে গোটা দেশ। ঘনঘন বিদেশনীতির বদলের ফল ভালো হয়নি। নিরক্ষরতা, শিক্ষার অভাব, জাতপাতজনিত হীন মন্থর জীবনবোধ, প্রযুক্তি গ্রহণে অনীহা জাতীয় পরিস্থিতিকে আরো ঘোরালো করে তুলেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সীমাহীন দারিদ্র্য। সরকারি স্তরে আকাশ- সমান দুর্নীতি। ক্ষুদ্র একটি অংশ স্বাধীনতার পরমান্নের সুমিষ্ট স্বাদ পেলেও বেশি অংশই থেকে গেছে একথালা গরম ভাতের আশায়। রাষ্ট্রনেতারা ধনতন্ত্রের তেজী ঘোড়ায় লাগাম দিয়ে স্বাধীনতার রথ ছোটাতে গিয়ে আসলে ধূলোঝড়ের ঘূর্ণিপাকে দেখে উঠতে পারেননি, সেই ঘোড়ার খুরে দগদগে ঘা। আর চাকার তলায় পিষ্ট হয়ে চলা দেশের আমজনতার নিদারুণ যন্ত্রণা। এক অংশের মানুষের জীবন যাপনের মান দেখে সবটা বোঝা না গেলেও জমিবন্টন, খাদ্যগ্রহণের পরিমাণ, বিদ্যুৎ, শৌচালয়, কর্মসংস্থান সর্বক্ষেত্রে দেশের আশানুরূপ বিকাশ যে ঘটেনি তা নির্দ্বিধায় মানতেই হবে সকলকে।

চ্যালেঞ্জ

তবু ভারতীয় গণতন্ত্রের সামনে স্বাধীনতার প্লাটিনাম জুবিলির দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে এখনো থেকে গেছে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। সীমান্তপারের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ, ধর্ম নির্বিশেষে মৌলবাদী কর্মকাণ্ড, বিচ্ছিন্নতাবাদ, আর্থিক দেউলেপনা, দেশের সামনে যেমন বড় বিপদ, তেমনি বিভিন্ন কালাআইনের অপপ্রয়োগ, আমলাতান্ত্রিক একচ্ছত্রতা, পুলিশি, মিলিটারি ব্যবস্থাকে জোরপূর্বক শান্তি ও সুশাসনের নামে চাপিয়ে দেওয়ার পরিণাম ভালো হয়নি। ফলে বিপরীত প্রতিক্রিয়াগত চ্যালেঞ্জগুলি হাজির হয়েছে ক্রমান্বয়ে। এছাড়া দীর্ঘ পরম্পরাগত কয়েকটি বিপদের কথা উল্লেখ করতেই হয়।

প্রথমত, জাতপাত যা ভারতীয়দের কাছে প্রধান আত্মপরিচয়। ব্যক্তিজীবন, সমাজজীবন, রাজনৈতিক জীবনে এর প্রভাব যথেষ্ট গভীরে। পর্তুগীজ শব্দ 'caste' এদেশে দুটি ভারতীয় শব্দ জাতি ও বর্ণকে মিশিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ভারতীয় সমাজে জাতি বনাম বর্ণ আবার জাতি বনাম জাতির তীব্র বিরোধ থেকে গেছে হাজার হাজার বছর পূর্ব থেকে আজ পর্যন্ত। এর শিকড় যে কতো গভীরে নানা ঘটনায় তা প্রকাশিত হতে দেখা যায়।

দ্বিতীয় সমস্যা ভাষা। আমাদের দেশে প্রতিটি প্রদেশের নিজস্ব ভাষা আছে। সেগুলি যথেষ্ট সমৃদ্ধ। সদ্যস্বাধীন দেশকে ভাষা-ভিত্তিক রাজ্য গঠনের নীতি গ্রহণে বাধ্য হতে হয়েছে কেবল মানুষের ভাষা নিয়ে স্বাভিমানকে মর্যাদা দেবার প্রশ্নে। আমরা দেখেছি ভাষাশক্তির এমন মহাত্ম্য যে ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে—স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হওয়া। তাই ভাষা সমস্যাকে এদেশে আমরা কী ভাবে দেখবো? বাইশ ভাষা সমৃদ্ধ ভারত একদেশ হবে, না কী একভাষা সমৃদ্ধ বাইশ দেশ হবে! এই চ্যালেঞ্জ কিন্তু শেষ হয়ে যায়নি। কি ভাবে এর মোকাবিলা করা হবে তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

তৃতীয়ত, সংঘাতের যে অক্ষটি যথেষ্ট সাবলীল, তা হলো ধর্ম। এদেশের মানুষের প্রধান দুটি ধর্ম হিন্দু এবং মুসলমান। দেশে কতো

—এরপর চারের পাতায়

স্মৃতির সরণী বেয়ে : শ্রদ্ধেয় অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণে

রাজীব চট্টোপাধ্যায়

শ্রদ্ধেয় অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে কোনো কিছু লিখতে বসা আর সমুদ্রে সাঁতার কাটা একই ব্যাপার। ১৯৯৯ সালে প্রথম আলাপ হলেও রায়ান স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র হওয়ার সুবাদে স্কুলে পাঠ নেওয়ার সময়ই জানতে পারি স্কুলের একজন প্রাক্তন শিক্ষককে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকার জন্য দুষ্কৃতীদের হাতে নিগৃহীত হতে হয় এবং তিনি মৃত্যুর সাথে লড়াই করে জয়ী হন। পরবর্তীতে বহুবার আক্রান্ত হলেও বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাত অতিক্রম করে শ্রমজীবী মানুষকে সংগঠিত করে সমাজ বদলের লড়াই-এ সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং আমৃত্যু একনিষ্ঠ কমিউনিস্টের জীবনযাপন করে গেছেন।

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছাকাছি থেকে অভিভাবকত্বের স্বাদ পাওয়ার

সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে তাঁরাই শুধু বুঝবেন কেমন অভিভাবক ছিলেন তিনি। আমি অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়কে অভিভাবক হিসাবে শুধু পেয়েছি তা না, প্রশাসক ও সমবায়ী এবং লেখক হিসাবেও তাঁর কাছে আসার সুযোগ আমার হয়েছিল।

দীর্ঘদিন পাশে থাকার সুবাদে অনেক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলেও, স্মৃতি থাকলেও লিখে তা বলা সম্ভব নয়। ১৯৬৮ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত শ্রীধরপুর সমবায় সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর সাথে যুক্ত থেকে এশিয়ার শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতির শিরোপা তুলে দিয়েছিলেন শ্রীধরপুর সমবায় সমিতির মাথায়।

১৯৮৫ সাল থেকে বর্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য হন এবং ১৯৯২ সালে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় ও চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বর্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে ব্যাঙ্কিং লাইসেন্স পায়। বর্ধমান জেলার সামগ্রিক উন্নয়নে সমবায় ব্যাঙ্কের ভূমিকা কী হওয়া উচিত এবং গ্রামীণ সমবায়গুলি গ্রামীণ উন্নয়নে কী ভূমিকা পালন করতে পারে তা তিনি উপলব্ধি করে একের পর এক গ্রামে এলাকাভিত্তিক সমবায় সমিতি গঠনে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন এবং সমবায় আন্দোলনের জোয়ার দেখা যায় সারা জেলা তথা রাজ্যে।

বর্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের মনোনীত প্রতিনিধি হয়ে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কে প্রবেশ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। দীর্ঘদিন রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি হিসাবে ছিলেন এবং উপলব্ধি করেছিলেন রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক সহ ১৭টি জেলা সমবায় ব্যাঙ্ক, RBI, NABARD, COOPERATION DEPT., AUDIT DEPT.-এর মধ্যে সমন্বয় না হলে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয় এবং সমবায়েরও অগ্রগতি ঘটবে না। তাই অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সমস্ত দপ্তরের সমন্বয়ের মাধ্যমে চালু হল CCB CONFERENCE, যা আজও চালু আছে।

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ করলেন রাজ্যের কিছু Urban Co-operative Bank বন্ধ হতে চলেছে, ধুঁকছে এবং তিনি সাথে সাথে রাজ্য সরকার এবং অর্থমন্ত্রীকে বোঝাতে সক্ষম হলেন যে ওই ব্যাঙ্কগুলিকে সরকারি মূলধনী সহায়তা দিলে ব্যাঙ্কগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব। অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গঠিত হয় রাজ্যের টাস্ক ফোর্স এবং সারা রাজ্যের মানুষ লক্ষ করেছিল ব্যাঙ্কগুলি কীভাবে প্রসারিত হয়েছিল।

১৯৯৯ সাল থেকেই অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় উপলব্ধি করেছিলেন ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় কম্পিউটারাইজেশন প্রয়োজন এবং তখন থেকে শুরু করে ২০১০ সালে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে নিয়ে চালু করেন কোর ব্যাঙ্কিং সিস্টেম এবং সমবায় ব্যাঙ্কগুলিতে এ.টি.এম পরিষেবা।

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান যে সমবায় আইনের উপর ভিত্তি করে সমস্ত সমবায় পরিচালিত হচ্ছে (WBCS ACT 2006, Rule 2011) তার গঠনেও মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিধি শুধু জেলা বা রাজ্যের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। প্রথম বাঙালি হিসাবে NAFSCOB (National Federation of State Cooperative Banks)-এর সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়।

Asian Development Union-এর সচিব পদেও ছিলেন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। Asian Country -এর বিভিন্ন সমবায়ীদের সাথে নিত্য যোগাযোগ ছিল অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সমবায়ের মধ্যে সমবায়ের ভাবনা নিয়ে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠন, মহিলাদের নিয়ে সমবায়ের গোষ্ঠীগঠন এবং সান্ধ্য বৈঠকের মাধ্যমে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপনের বিষয়ে উদ্যোগী হন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে সমবায়ের ভাবনা এবং এই সমবায়ের ভাবনার সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে মহম্মদ ইউনুস ২০০৬ সালে নোবেল পুরস্কার পান।

রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পদে আসীন ছিলেন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গ পরিকাঠামো উন্নয়ন অর্থ নিগমের সভাপতি হিসাবেও দীর্ঘদিন কাজ করেছেন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমবায়ের কাজের স্বীকৃতি হিসাবে ভারত সরকার দ্বারা 'সমবায়রত্ন' পুরস্কারে ভূষিত হন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। অসুস্থ শরীর নিয়ে দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত ছুটে বেড়িয়েছেন অশোকবাবু। বয়স কখনো ওনাকে আটকে রাখতে পারেনি, রাজ্যে ২০১১ সালে পরিবর্তনের পর অশোকবাবুকে নানাভাবে হেনস্থা করার চেষ্টা হয়েছে, বর্তমান শাসক দলের পক্ষ থেকে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত পরিচালকমণ্ডলী সহ বিভিন্ন সমবায়ের পরিচালকমণ্ডলীকে অগণতান্ত্রিক উপায়ে সরানোর চেষ্টা হলেও অশোকবাবু রাজ্যের বিশিষ্ট আইনজীবীদের সাথে নিয়ে একের পর এক মামলা করে জয়লাভ করেছেন এবং সমবায়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

কাছ থেকে দেখেছি অসুস্থ শরীর নিয়ে কীভাবে তিনি রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষকে যুক্ত করে 'সমবায় বাঁচাও মঞ্চ' প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন এবং রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে বেড়িয়েছেন!

তাঁর অনন্য সৃষ্টি 'সমবায় ও মানব সভ্যতা' বইটি সমবায়প্রেমী মানুষ সহ সকলের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই বই লেখার সময় অনেকদিনই ওনার সাথে থেকে দেখেছি কতটা পরিশ্রম তিনি করেছেন, কত রাত জেগেছেন এবং সহধর্মিণী হিসাবে গৌরী জ্যেঠিমা কীভাবে পাশে থেকেছেন।

বই প্রকাশের দিন কলকাতা বইমেলায় ওনার পাশে থেকে দেখেছি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বহু আমলা থেকে প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তি উপস্থিত থেকে ওনাকে উৎসাহিত করেছেন। NABARD সহ RBI-এ ওনার গতিবিধি ছিল অবাধ, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্প রূপায়ণে পরামর্শ দিয়ে তিনি সহায়তা করেছেন এবং দলমত নির্বিশেষে ওনার পরামর্শ নিয়েছেন অনেকেই।

ত্রিপুরাতে সাম্প্রদায়িক দলের সরকার গঠনের পরই একের পর এক সমবায়গুলি জোর করে দখল করতে উদ্যত হলে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় খবর পাওয়ার সাথে সাথেই যোগাযোগ স্থাপন করেন সেখানকার সমবায়ের নেতৃত্বের সাথে এবং তাঁর সুপরামর্শে অগণতান্ত্রিক আক্রমণ কিছুটা হলেও প্রতিহত করা যায়।

২৯ মার্চ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত হওয়ার সাথে সাথে একজন অভিভাবককে হারিয়েছি। তাঁর সুপরামর্শ থেকে হয়তো বঞ্চিত হব কিন্তু তিনি সমবায়ের যে পাঠ দিয়ে গেছেন সেটাকে পাথেয় করে সমবায়কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে রাজ্যে অপশাসনের অবসান ঘটিয়ে শ্রমজীবী মানুষের সরকার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারের মাধ্যমে আমরা সকলে মিলে তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়িত করবো।

১৩ সেপ্টেম্বর : আন্তর্জাতিক চকোলেট দিবস

কাজী আবদুল করিম

কয়েক হাজার বছর আগেও চকোলেট ছিল, তবে তা চকোলেট নামে নয়। কোকোয়া হিসেবে। ১৫৫০ সালে ইউরোপ মহাদেশে প্রথম চকোলেট দিবস চালু হয়। তখন চকোলেট পাওড়ার বা পানীয় হিসেবে ব্যবহার হতো। চকোলেট দিবস সাধারণ জুলাই মাসে বিভিন্ন দেশে উদ্‌যাপিত হতো। বিশ্বের বৃহত্তম কোকোয়া উৎপাদনকারী দেশ ঘানাতে উদ্‌যাপিত হয় ১৪ ফেব্রুয়ারি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আগে ২৮ অক্টোবর পালন করা হতো।

ভারতে জাতীয় চকোলেট দিবস ৭ জুলাই পালন করা হয়।

মার্কিন দেশে মার্কিন জাতীয় কনফেকশনার্স অ্যাসোসিয়েশন ১৩ সেপ্টেম্বর দিবসটিকে 'আন্তর্জাতিক চকোলেট দিবস' হিসেবে তালিকাভুক্ত করে। কারণ এই দিনটি 'হারিশি চকোলেট কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা মিলটন এস হারশির জন্মদিন। তিনি ১৮৫৭ সালে ১৩ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে চকোলেটের প্রতিষ্ঠাতা এবং 'চকোলেট কিং' বলা হয়। তাঁর তৈরি ক্যারামেল চকোলেট কোম্পানি থেকে তিনি লক্ষ লক্ষ ডলার রোজগার করেন এবং তা থেকে সমাজ-কল্যাণে ব্যয়ও করেন। তিনি অনাথ বাচ্চাদের জন্য বোর্ডিং স্কুলও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি খুব দানশীল ছিলেন। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সৈন্যদের জলপিপাসা মেটাতে 'ডি রেশন বার' নামে চকোলেট তৈরি করেন যা সহজে গলে যেত না। তিনি নিউমোনিয়া রোগে ১৯৪৫ সালের ১৩ অক্টোবর প্রয়াত হন।

খ্রিস্টপূর্ব পাঁচশো বছর পূর্বে চকোলেটকে ঈশ্বরের খাবার হিসেবে মনে করা হতো। চকোলেট তৈরি হয় কোকোয়া থেকে, যা কাকাওয়া শব্দ, অর্থ ঈশ্বরের খাবার! ১৫০০-৫০০ খ্রিস্টপূর্বে মধ্য আমেরিকায় বসবাসকারী ওমমেক জাতিভুক্তরা এই নাম দিয়েছিল। মায়াসভ্যতার মানুষরা চকোলেটকে পানীয় হিসেবে ব্যবহার করতো। এটা তখন ছিল ধনীদের খাবার। ইউরোপীয়রা এটি ব্যবহারের পর জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবার খাবারে পরিণত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে মধ্য মেক্সিকোর মানুষরা চকোলেটকে স্বর্গীয় ও অবসাদ দূরকারী পানীয় মনে করতো। ঊনবিংশ শতাব্দীতে চকোলেটের ঔষধি গুণ জানা যায়। জ্যাঁ আন্তোইন ব্রুটাস নামে এক ফরাসি ফার্মাসিস্ট প্রথম চকোলেট মিশিয়ে ঔষধ কারখানা গড়ে তোলেন। পরে এটি বহুজাতিক সংস্থা 'নেসলে' কিনে নেয়। এই শতকেই দুধ মেশানো চকোলেট তৈরি হয়। বিংশ শতাব্দীতে চকোলেটের উৎপাদন ও জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়। চকোলেটের উপকারিতা এবং অপকারিতা নিয়ে গবেষণা শুরু হয়। এই সময় চকোলেটের প্রতি আসক্তি নিয়েও গবেষণা চলতে থাকে। ১৯৯৮ সালে ইউরোপে একটি সমীক্ষা হয়। তাতে দেখা যায় পিৎজা বা বার্গারকে পিছনে ফেলে ভোক্তাদের কাছে বেশি জনপ্রিয়তা পাচ্ছে চকোলেট। সমীক্ষায় আরও জানা যায় অবসাদগ্রস্ত বা মানসিক চাপের মধ্যে থাকা মানুষ চকোলেট বেশি পছন্দ করে। একবিংশ শতাব্দীতে চকোলেট নিয়ে উন্নত পর্যায়ের গবেষণা হয় এবং দেখা যায় চকোলেটে থাকা 'ক্যাটেকিনস' নামের একটি অক্সিডেন্ট পদার্থ ক্যানসার প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে। আরো জানা যায় মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে চকোলেটে থাকা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট। এছাড়া হৃদযন্ত্র এবং ত্বকের জন্যও চকোলেট উপকারী। চকোলেট রক্তচাপ স্বাভাবিক করে, রক্তে শর্করার হ্রাস বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে এবং মানসিক চাপ কমায়। চকোলেটে থাকা রাসায়নিক পদার্থ ডায়েরিয়া নিরাময়েও ভূমিকা রাখে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওহিওর সেন্ট ভিনসেন্ট মার্সি মেডিকেল সেন্টারের চিকিৎসক ও গবেষক ওয়াইস খাজা বলেছেন—'চকোলেট খুব ভালো অ্যান্টি অক্সিডেন্ট, শরীরের প্রদাহজনিত রোগ কমাতে এটি ভালো কাজ দেয়। চকোলেট খেলে ক্যানসার ও স্মৃতিভ্রমের ঝুঁকিও কমে আসে। তবে সব চকোলেটে নয়। কুচকুচে ডার্ক চকোলেটে কোকোয়া যত বেশি থাকবে, সেটি স্বাস্থ্যের জন্যও বেশি উপকারী। তিনি আরও বলেছেন, "বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত চকোলেটে থাকে দুধ ও চিনি, এগুলি সবসময় স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো নয়।" তিনি পরামর্শ দেন দিনে দু'বারের বেশি চকোলেট না খাওয়া ভালো।

চকোলেট কে না ভালোবাসে, বাচ্চা থেকে বুড়ো! তাইতো উৎসব অনুষ্ঠানে সবথেকে বেশি আদান প্রদান হয় চকোলেট।

আসুন সকলে মিলে ১৩ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক চকোলেট দিবস পালন করি এবং চকোলেটের স্বাদ গ্রহণ করি।

ডাককর্মী বন্ধুদের প্রতি

আমাদের বহু গ্রাহক ও পাঠক অভিযোগ করছেন যে তাঁরা ডাকযোগে পত্রিকা পাচ্ছেন না। এমনও অভিযোগ আসছে কেউ কেউ তিন-চারটি সংখ্যা একসঙ্গে পাচ্ছেন। ডাক কর্মীবন্ধুদের প্রতি আমাদের অনুরোধ গ্রাহকরাই পত্রিকার চালিকা শক্তি। সময়মতো ও নিয়মিত তাঁদেরকে পত্রিকা দিয়ে আমাদের সাথে সহযোগিতা করুন। -***কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি***

এসটিকেকে সড়ক নয়, ট্রাক ফাঁসলো সেতুতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ৯ সেপ্টেম্বর : এস টি কে কে সড়ক সম্প্রসারণ শুরু হওয়ার পর থেকেই এই সড়কের অবস্থা ভয়াবহ হয়ে ওঠে। ধুলো বালি ওড়া, খানাখন্দে ভরে ওঠা, দুর্ঘটনা একটার পর একটা লেগে থাকা—কোনটাই বাদ নেই। তারই মধ্যে এদিন সকালে এই সড়কের মাঝে অবস্থিত নান্দাই সেতুতে আটকে গেল একটি মাল বোঝাই ট্রাক। ফলে বেশ কয়েক ঘন্টা বন্ধ হয়ে যায় বড় বড় ট্রাকের চলাচল। উল্লেখ্য গত ৭ জানুয়ারি কালনা মহাকুমা শাসক দপ্তরে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক সভায় পি ডব্লিউ ডি (সড়ক)-এর ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার ঘোষণা করেন, দেড় বছরের মধ্যেই এস টি কে কে সড়ক সম্প্রসারণের কাজ শেষ হবে। গুপ্তিপাড়া থেকে ছাতনী ৫৫ কিমি সড়ক সম্প্রসারণের জন্য বরাদ্দ ১৭৫ কোটি টাকা। এই কাজে সময় দেওয়া হয়েছে দুই বছর, তার মধ্যে ইতিমধ্যেই ছয় মাসের কাজ হয়েছে। আর দেড় বছরের মধ্যেই বাকি কাজটি শেষ হবে। সড়কটি সর্বত্র চওড়া হবে ১০ মিটার। ঘোষণা মোতাবেক এই সড়কের সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়েছে ঠিকই। কিন্তু সেই কাজ শম্বুক গতিতে চলছে। মানুষের দুর্ভোগ প্রথম থেকেই শুরু হয়েছে। আর এখন সেই দুর্ভোগের মাত্রা কোভিডের গতিতে বেড়েছে। প্রতিবাদে স্থানীয় বাসিন্দারাও একের পর এক সড়ক অবরোধ করে চলেছেন আর প্রশাসনের পক্ষ থেকেও তালে তাল মিলিয়ে শোনানো হয়েছে সড়কের হাল ফেরানোর আশ্বাসবাণী। কিন্তু এসটিকেকে সড়কের অবস্থা যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই আছে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ। নন্দাই সেতু আরো মানুষের দুর্ভোগের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। খড়ি নদীর উপর এই সেতুর উত্তর প্রান্তে পূর্বস্থলী-১ ব্লক এবং দক্ষিণ প্রান্তে কালনা-১ ব্লক অবস্থিত। সেতুটির দুই প্রান্তই খুবই খানাখন্দের জন্য ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। এলাকাবাসীদের আশঙ্কা যেকোনো সময় এই সেতুতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

মিথ্যা মামলার প্রতিবাদ জেলা জুড়ে

—প্রথম পাতার পর

অফিস থেকে শুরু হয়ে কৃষ্ণবাজার, স্টেশন বাজার, চেকপোস্ট হয়ে বামুনপাড়া মোড়ে শেষ হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন প্রশান্ত কুমার।

সিপিআই(এম) ও জাতীয় কংগ্রেসের আহ্বানে পূর্বস্থলীতে বহু মানুষের দৃপ্ত মিছিল ও প্রতিবাদসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন সিপিআই(এম) নেতা সুব্রত ভাওয়াল, প্রদীপ কুমার সাহা, বীরেশ্বর নন্দী, রাজেন্দ্র ঘোষ ও জাতীয় কংগ্রেসের নেতা অমিতাভ ভট্টাচার্য প্রমুখ।

সিপিআই(এম)-এর কালনা-২ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে সেনেরডাঙায় প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের রাজনৈতিক চক্রান্তের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন—মোহাম্মদ শাহ জয়দীপ ভট্টাচার্য, উদয় গোস্বামী, গৌতম হালদার প্রমুখ। সিপিআই(এম)-এর কালনা শহর এরিয়া কমিটির উদ্যোগে শহর জুড়ে প্রতিবাদ মিছিল সংঘটিত হয়। কালনা ১ নং এরিয়া কমিটির উদ্যোগে ধাত্রীগ্রাম এলাকা জুড়ে প্রতিবাদ মিছিল শেষে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন পার্টি-নেতা সুকুল শিকদার, বীরেন ঘোষ, হালিম শেখ প্রমুখ।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১. ১ সেপ্টেম্বর। হিটলারের নির্দেশে জার্মান সেনাবাহিনী পোল্যাণ্ড আক্রমণের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। ২. ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭০ সালের ৫ সেপ্টেম্বর ভারতরত্ন মাদার টেরেসার মৃত্যু হয়। রাষ্ট্রসংঘ মাদারের স্মরণে এই দিবস পালনের ডাক দেয়। ৩. ১৯৬৫ সালের ৮-১৯ সেপ্টেম্বর ইরানের তেহরান শহরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষামন্ত্রীদের সম্মলনে। ৪. ৫ সেপ্টেম্বর। ৫. ৬ সেপ্টেম্বর। ৬. ১৭৭৮ সালের ৬ সেপ্টেম্বর, হুগলিতে। ৭. ১৯৩৪ সালের ৭ সেপ্টেম্বর, মৃত্যু ২৩ অক্টোবর ২০১২। ৮. ১৭৭৬ সালের ৯ সেপ্টেম্বর, ইউনাইটেড কলোনিজ। ৯. ১৯৫৫ সালের ১১ সেপ্টেম্বর। ১০. ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর। ১১. ১৫৫০ সালের ১ জানুয়ারি, চুক্তি হয় ১৯৪৯ সালের ১২ সেপ্টেম্বর রাজা জগদ্বগেন্দ্রনারায়ণ এবং ভারত সরকার। ১২) ১৯৭৮ সালের ১২ সেপ্টেবর ৫ম সভাপতি। প্রথম সভাপতি ছিলেন জিতেন্দ্রনাথ মিত্র, দ্বিতীয় সুবিমান ঘোষ, তৃতীয় পশুপতি নাথ মালিয়া, চতুর্থ নারায়ণ চৌধুরী।

ঋণ দেওয়ার নামে প্রতারণা, ধৃত দুই

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১১ সেপ্টেম্বর : পৌরসভা থেকে ঋণ পাইয়ে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে গরিব মহিলাদের থেকে হাজার হাজার টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে দুইজন মহিলাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের ১২ সেপ্টেম্বর আদালতে হাজির করালে বিচারক তাদের পাঁচদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। ধৃত দুই মহিলা সোমা দাস ও আরতি মাঝি কালনা পৌরসভার মহিষমর্দিনী গার্লস স্কুলের কাছে একটি বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। তাঁরা এই পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের প্রায় ২০০ জন মহিলার নিকট থেকে ১১ হাজার ৬০০ টাকা করে তোলেন। বলা হয় কালনা পৌরসভা প্রতিটি মহিলাকে আড়াই লক্ষ টাকা করে ঋণ দেবে। তারমধ্যে দেড় লক্ষ টাকা অনুদান, বাকি এক লক্ষ টাকা কয়েকটি কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে। এই লোভে পড়ে গরিব মহিলারা টাকা দেওয়ার পর আর ঋণ পাচ্ছেন না। তখন তাঁরা কালনা পৌরসভায় গিয়ে হাজির হন। কালনা পৌরসভা থেকে জানানো হয় এইরকম কোন প্রকল্পের কথা আমাদের জানা নেই। অভিযোগের ভিত্তিতে কালনা থানার পুলিশ দুই মহিলাকে গ্রেপ্তার করে। কালনা পৌরসভার পৌর প্রশাসক দেবপ্রসাদ বাগ ঘটনার কথা স্বীকার করে নেন।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ৮ সেপ্টেম্বর : বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতির মেমারি-১ আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে কালীতলা পাড়াতে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন করা হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সন্ধ্যা ভট্টাচার্য, অমিতাভ চৌধুরী, সুনীল বনিক, জগন্নাথ গাঙ্গুলি, এস.এফ.আই.-এর পক্ষে তারক মণ্ডল, ময়ূখ দফাদার প্রমুখ। সন্ধ্যা ভট্টাচার্য জানান, আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের পাশাপাশি ১৯৮৭ সালে আজকের দিনেই বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তিনি জানান, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে রাজ্যে যে হারে মানুষকে সাক্ষর করা হয়েছিল বর্তমান সরকারের তার হার নিম্নমুখী। আমরা সেই সময় বয়স্ক শিক্ষায় জোর দিয়েছিলাম, যা আজ প্রায় বিলুপ্ত। স্কুলগুলিতে পড়াশোনা হয় না।

পূর্বস্থলীতে লাল মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ১১ সেপ্টেম্বর : সাধারণ মানুষের বিভিন্ন দাবিতে আজ লাল মিছিল হল পূর্বস্থলীতে। সিপিআইএম পার্টির পূর্বস্থলী এরিয়া কমিটির অন্তর্গত কালেখাতলা শাখা কমিটির উদ্যোগে মিছিল শুরু হয় সরডাঙ্গাতে। দীর্ঘ পথ মিছিল চলার পর ধীতপুর গিয়ে পথসভার মধ্য দিয়ে শেষ হয়। এই মিছিলের নেতৃত্ব দেন সুমন্ত মুন্ডারী, কার্তিক দাস, রণজিত মাহাতো প্রমুখ।

ঢাকি নয়, ঢাকের বায়না আসছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৮ সেপ্টেম্বর : সামনেই বড় উৎসবে কোন ঢাকির বায়না নেই। যদিও বা কিছু কিছু বায়না আসছে, তাও আবার ঢাকি নয়, ঢাকের। ফলে কালনার ঢাকিদের সমস্ত রোজগার প্রায় বন্ধ। চরম অর্থসংকটে পড়া এই ঢাকিদের লকডাউনের পর থেকেই কোনো বাজানোর ডাক পড়েনি। তাই নিজের পেশাকে বাদ দিয়ে নতুন নতুন পেশার সঙ্গে যুক্ত হয়ে কোন রকমে সংসারটা চালিয়ে যাচ্ছেন। কালনা শহরের ঢাকি তারক দাস, বাবু দাস প্রমুখরা ভেবেছিলেন দুর্গাপূজা ও কালীপুজোর জন্য ভিন রাজ্য থেকে প্রতিবারের মতো এবারও ডাক আসবে। তাই তাঁরা ঢাক বাজানোর মহড়া শুরু করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত একটা ডাকও আসেনি। তাই তাঁরা যারপরনাই চরম হতাশ। তাঁরা বলেন, বাপ-ঠাকুরদার এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে সারা জীবন আমরা ঢাক বাজিয়ে মানুষকে আনন্দ দিয়েছি। কিন্তু এবছর করোনা আমাদের পেশার বারোটা বাজিয়ে দিল। পরিসংখ্যান অনুযায়ী কালনা শহরের ৫০ থেকে ৬০টি পরিবারের ঢাক বাজিয়ে সংসার চলে। উৎসবের সময় তাঁরা মুম্বাই, এলাহাবাদ, পুনে, বিলাসপুর প্রভৃতি জায়গায় বাজাতে যান। পশ্চিমবাংলায় অনেকেই পুজো করবেন বলে আমাদের কাছে আসছেন। তাঁরা বলছেন আমরা এবার ঢাকি নেব না, শুধু ঢাক নেব। আমরা নিজেরাই বাঁজিয়ে নেব। অন্য বছরে একজন ঢাকি সহ ঢাকের মজুরি থাকে কমবেশি আট হাজার টাকা। সেখানে এবার একটা ঢাকের জন্য ভাড়া দেবে মাত্র আটশো টাকা। তাই কী করে সংসারটা চালবে তাদের!

স্বাধীনতার রং-বেরং

—দুয়ের পাতার পর

হিন্দুধর্মাবলম্বী মানুষ আছে তা বিবেচনা না করে ভাবা প্রয়োজন পৃথিবীর কার্যত দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম জনগোষ্ঠীর মানুষের বসবাসকারী দেশটির নাম ভারত। এছাড়া অন্যান্য ধর্মের বহু মানুষ এদেশে বসবাস করেন। হিন্দুদের মধ্যে আবার বর্ণভেদ, পঞ্চউপাসনা পদ্ধতি, উপাচারভেদ, যথেষ্ট প্রকট। এই সকল কারণেই ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের প্রয়োজনীয়তা সেদিনের রাষ্ট্রনেতারা অনুভব করেছিলেন। আজ যাঁরা সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতাকে নস্যাৎ করে দিতে চাইছেন, তাঁরা সেদিনের মহান নেতাদের অপেক্ষা বেশি প্রতিভাধর, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বা বিচক্ষণ অন্ততঃ কেউ মনে করেন না।

চতুর্থত, গুরুত্বপূর্ণ সংঘাত হলো শ্রেণি সংঘাত। যদিও এদেশে শ্রেণি অপেক্ষা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে মানুষের পরিচয় বেশি সমৃদ্ধ। কিন্তু মনে রাখতে হবে দেশের প্রায় চল্লিশ শতাংশ মানুষ হতদরিদ্র। তারা দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করে। শ্রেণিগতভাবে তারা সংগঠিত হতে চাইলেও তাদের সামনে জাত-ধর্ম ব্যবস্থা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই আত্মপরিচয়ের লড়াই-এর পাশাপাশি শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াই, এই দ্বিবিধ লড়াই তাদের করতে হচ্ছে একসঙ্গে। এবং এর সাফল্যের উপর ভবিষ্যত ভারতের ভারসাম্য নির্ভর করছে। তা বজায় রাখতে না পারলে শত্রুর হাতে শ্রেণি-সংগ্রাম ভেঙে খানখান হয়ে যাবে। ঘটবে প্রতিক্রিয়াশীলতার বাড়বাড়ন্ত।

এই চার বিপদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তীব্র লিঙ্গবৈষম্য, যদিও আমাদের দেশে সমস্যা হিসাবে তা আলোচনায় প্রায় আসেই না।

ভারতীয় নেশনের মূলশক্তি তার জনশক্তি। কাজেই স্বাধীনতা প্রাপ্তির আনন্দ, অপ্রাপ্তির যন্ত্রণা, কিম্বা চ্যালেঞ্জগুলির সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে সবই উপলব্ধি করতে হবে জনশক্তিকেই। আবার এসব থেকে মুক্তির বান ডাকতে তারাই পারে। আর তা তখনই সম্ভব হবে যখন সযত্নে লালিত সংবিধান, গণতন্ত্রের স্তম্ভগুলিকে আদর্শে আর নিষ্ঠায় রক্ষা করার জন্য আবার তারা জীবন দিতে প্রস্তুত হবে। শহিদের স্বপ্ন, স্বাধীনতার রং তবেই মিলে মিশে রংবেরঙের আগামী ইতিহাস হবে।

চরৈবেতি, চরৈবেতি।

পুস্তক সহায়তা

১) গান্ধী-উত্তর ভারতবর্ষ-রামচন্দ্র গুহ
২) ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পরে-বিপন চন্দ, মৃদুলা মুখার্জী,আদিত্য মুখার্জী
৩) স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস —অমলেশ ত্রিপাঠী
৪) ভারতের স্বাধীনতা ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন—কোরক, সাহিত্য পত্রিকা।

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

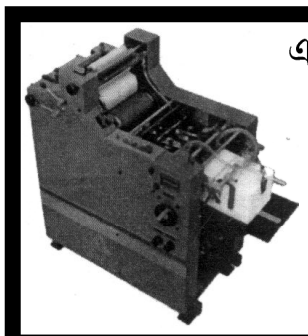

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা